গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন অনুবিভাগ

নং-৫৯.০০.০০০০.১২৮.৯৯.০০২.২১-১২১ তারিখঃ ২০.১২.২০২২ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন চলমান প্রকল্পসমূহ যে সকল স্বাস্থ্য শিক্ষা স্থাপনা ও প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম চালু হয়নি এবং যে সকল প্রকল্প চালুর অপেক্ষায় এমন প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন।

সূত্রঃ ১। প্রশাসন-১ শাখার স্মারক নং-৫৯.০০.০০০০.১০৪.৯৯.০০২.২২.১৪৩৪, তারিখঃ ২১/১১/২০২২ খ্রিঃ।
২। উন্নয়ন অনুবিভাগের স্মারক নং-৫৯.০০.০০০০.১২৮.৯৯.০০১.২১-১২০, তারিখঃ ১৮/১২/২০২২ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত কমিটির সদস্য/প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে গত ১৯/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস), পুবাইল, গাজীপুর এর বর্তমান অবস্থা এবং সমাপ্ত প্রকল্প চালুর জন্য গৃহীত কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) এর দায়িত্বরত গাজীপুর জেলার সিভিল সার্জন, ডাঃ মোঃ খায়রুজামান, সহকারী পরিচালক, ডাঃ আব্দুস সালাম, জনাব মেহেরুন্নেসা সিদ্দিকী, উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, বৃষ্টি সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, অধ্যক্ষ, নার্সিং কলেজ, গাজীপুর এবং জনাব মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম, উপসচিব (নির্মাণ ও মেরামত), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনের প্রাপ্ত তথ্য:

১। গাজীপুর জেলার পূবাইল নামক স্থানে নদীরতীরে অবস্থিত ৫.২৫ একর জমিতে ২০১৪ সালে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) এবং RPTI, পুবাইল, গাজীপুর এর নির্মাণ কাজ একসাথে পাশাপাশি জায়গায় শুরু হয় এবং নির্মাণ কাজ শেষ হয় ২০১৭ সালে। উক্ত ম্যাটস নির্মাণ কাজের জন্য ২০.৪৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনকালে জানা যায়, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস), অদ্যাবধি চালু করা হয়নি কোন জনবল পদায়ন করা হয়নি এমনকি সিকিউরিটি গার্ডের ব্যবস্থা নাই প্রতিষ্ঠানটি নদীর পাড়ে পরিত্যাক্ত জরাজীর্ণ নিরাপত্তাহীন অবস্থায় আছে। ইতিপূর্বে অরক্ষিত ভবনের গুরুত্বপূর্ণ মালামাল চুরি হয়ে গেছে (যেমন-তালা, বিদ্যুতের তার, সার্কিট ব্রেকার, লাইট, ফ্যান, পানির কল, দরজার পাল্লা, ছাদের লোহার গেট)। ছাত্র হোস্টেলের ছাদের উপর পানির একটি ট্যাংক খুলে অন্যত্র সরানো হয়েছে, যে কোন সময় তা চুরি হয়ে যেতে পারে। এছাড়া বিল্ডিং এর স্টাক্চারসহ ওয়াল দরজা, জানালা ফ্লোর এবং নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফ্লোরে দীর্ঘদিন যাবৎ পরিস্কার না করার কারণে প্রচুর ময়লার স্তুপ জমেছে এবং ক্যাম্পাস প্রাঙ্গনে আগাছা, ঘাস কাশবনে ছেয়ে গেছে।

সিভিল সার্জন, গাজীপুর জানান অধ্যক্ষসহ অন্যান্য জনবলের পদ এখনও সৃজন হয়নি কেনরূপ প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি। অপরদিকে ১৩/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে মর্মে বিজ্ঞপ্তির কপি দেখান। জনবল, আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ব্যাতিত এবং ভবনসমূহে বসবাসের উপযোগী না করে একাডেমিক কার্যক্রম কিভাবে চালু হবে তা বোধগম্য নয়। উল্লেখ্য যে, ৪ তলা হোস্টেল ভবন কাঠামো ছাড়া আসবাবপত্র, পানির লাইন, বিদ্যুতের লাইন, ফ্যান, লাইট বা অন্যান্য সামগ্রী কিছুই নাই অধিকাংশ চুরি হয়ে গেছে। অধ্যক্ষের জন্য নির্মিত একতলা বাসভবন তালাবদ্ধ অবস্থায় পরে আছে। একাডেমিক ভবন (৪তলা) তালাবদ্ধ অবস্থায় জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে আছে। তালাবদ্ধ থাকায় অধ্যক্ষের বাসভবন, একাডেমিক ভবনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখা সম্ভব হয়নি।

বর্তমান সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ খায়রুজ্জামান এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এখনও বুঝে পাননি। তিনি জানান ইতোপূর্বে একজন সহকারী পরিচালক (ডাঃ শায়লা) দায়িত্বে ছিলেন কিন্তু তিনি কাগজপত্র তাকে বুঝিয়ে না দিয়ে চলে গেছেন। বর্তমানে ১৩/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখ হতে সহকারী পরিচালক ডাঃ আব্দুস সালাম এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে রয়েছে মর্মে জানা যায়। কোভিড আইসোলেশন ইউনিট চালু করে কোয়ারেন্টিন সেন্টার তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তখন ওয়াল নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য ২০২০ সালে ১৩ লক্ষ টাকা এইচ.ই.ডির মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি বুঝে নেয়ার

লোক এবং রাখার নিরাপদ জায়গা নেই। প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক সংস্কার ছাড়া এ পর্যায়ে কোন কোর্স চালু করা সম্ভব নয়। উপস্থিত সকলের সঙ্গে আলোচনাক্রমে জানা যায় ইতিপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানে ডি,জি, এম,ই অধিদপ্তর থেকে পরিচালক, রাজিয়া সুলতানা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি চালুর কী উদ্যোগ নিয়েছেন তা জানা যায়নি।

সুপারিশ:

১। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি অর্থ দ্বারা ২০১৭ সালে কাজ সমাপ্ত করে অদ্য পর্যন্ত চালুর উদ্যোগ না নেওয়ায় সরকারি অর্থের অপচয় মাত্র যা খুবই দুঃখজনক। সরকারি অর্থ ব্যয়ে নির্মিত এ প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭ সাল হতে পরিত্যাক্ত থাকায় এবং চালুর উদ্যোগ গ্রহণ না করায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বহীনতা, অদক্ষতার পরিচয় বহন করে। এ বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের জবাবদিহিতার মধ্যে আনায়ন করা প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠান কেন এ প্রতিষ্ঠান চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে নি এবং যাদের অবহেলা রয়েছে তাদের চিহ্নিত করে তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তকে বলা যেতে পারে।

২। ভবনটিতে ব্যাপক চুরির ঘটনা সংঘটিত হলেও নিরাপত্তার জন্য কোন গার্ড/নাইট গার্ড/সিকিউরিটি পারসোনাল নিয়োগ দেওয়া হয় নাই। চুরির বিষয়ে থানায় কোন মামলা করা হয় নাই। ভবনের ফ্লোর এবং অঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য কোন জনবল নিয়োগ দেওয়া হয় নাই কোন উদ্যোগও নেওয়া হয় নাই। এমতাবস্থায়, দ্রুত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং ভবনসমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী, পরিচ্ছন্নকর্মী নিয়োগ করা জরুরী।

৩। প্রতিষ্ঠানটি অতিদ্রুত চালু করা প্রয়োজন। সেজন্য ব্যাপক সংস্কার কাজ করে জরুরী ভিত্তিতে জনবল পদায়ন এবং পরবর্তীতে সকল মালামাল সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি সরবরাহের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য অত্র প্রতিবেদন দাখিল করা হলো।

সংযুক্তঃ (১০) ফর্দ।

২০/১২/২০২২

এ. কে. এম. নূরুন্নবী কবির
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
ফোন-৫৫১০০৮২২

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।